বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়

৮৩-৮৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।

আইন বিভাগ

ফোন ঃ ০২-৯৫৫৩০০১; ই-মেইল ঃ dgmlaw@krishibank.org.bd

নং প্রকা/আইন-৭৯৫(অংশ-৫)/২০২২-২০২৩/ ২৬৮ তারিখঃ ২৫-০৮-২০২২খ্রিঃ

১। মহাব্যবস্থাপক, সকল বিভাগীয় কার্যালয়

২। মহাব্যবস্থাপক, স্থানীয় মুখ্য কার্যালয় ***"বিষয়টি অতীব জরুরী"***

৩। উপ-মহাব্যবস্থাপক, সকল কর্পোরেট শাখা

৪। সকল মুখ্য আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।

বিষয়ঃ <u>শ্রেণীকৃত ঋণ (NPL)/খেলাপী ঋণ হ্রাসকল্পে অর্থঋণ আদালতে বিচারাধীন মামলাসমূহ দ্রুততম সময়ে নিষ্পত্তির কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ এবং মামলা নিষ্পত্তির সময়ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ প্রসঙ্গে।</u>

মহোদয়,

উপরোক্ত বিষয়ে ৩০-০৬-২০২২ তারিখ ভিত্তিক অর্থঋণ আদালতসহ অন্যান্য আদালতে বিচারাধীন মামলা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিভাগ হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে কুষ্টিয়া,বরিশাল এবং ময়মনসিংহ বিভাগের মামলা নিষ্পত্তির হার সন্তোষজনক হলেও ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, সিলেট, ফরিদপুর ও কুমিল্লা বিভাগ এবং এল,পি,ও এর মামলা নিষ্পত্তির হার লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অনেক কম যা হতাশাজনক। বিষয়টি উর্ধতন কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত হলে কতৃপক্ষ গভীর অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। এছাড়াও ০৫ বছর এবং তদুর্ধ্ব সময় যাবৎ ব্যাংকের অনিস্পন্ন মামলাসহ শ্রেণীকৃত ঋণ আদায়ে যথাযথ কর্মপরিকল্পনা গ্রহন পূর্বক মামলাসমূহ দ্রুত নিস্পত্তির প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করা আবশ্যক। ৩০-০৬-২০২২ তারিখ ভিত্তিক ব্যাংকের অনাদায়ী ঋণ স্থিতি ২৭৮৯০.৬০ কোটি টাকার বিপরীতে মোট শ্রেণীকৃত ঋণের পরিমাণ ২৬২৫.৪৪ কোটি টাকা। শুধুমাত্র অর্থঋণ আদালতে বিচারাধীন ১০৮৪ টি মামলার বিপরীতে জড়িত টাকার পরিমাণ ১৯৮৫.৯৯ কোটি টাকা, যা ব্যাংকের মোট শ্রেণীকৃত ঋণের প্রায় ৭৬%। ৩০-০৬-২০২২ তারিখ ভিত্তিক ব্যাংকের অনাদায়ী অবলোপনকৃত ঋণের পরিমান ১৯৩.৩৫ কোটি। তদুপরি অর্থ মন্ত্রনালয় কর্তৃক বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA), ২০২২-২০২৩ এ অর্থঋণ মামালা, রীট মামলা নিষ্পত্তি এবং অবলোপনকৃত ঋণ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। মামলা নিষ্পত্তি ব্যতীত বিশাল অংকের শ্রেণীকৃত ঋণ আদায়,অবলোপনকৃত ঋণ হ্রাস, অর্থঋণ ও রীট মামলা নিস্পত্তির কাংখিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব নয়। ব্যাংকের শ্রেণীকৃত ঋণ হ্রাসকল্পে ৩০-০৬-২০২২ তারিখ ভিত্তিক অর্থঋণ আদালতে বিচারাধীন মামলায় জড়িত অর্থ আদায়/শ্রেণীকৃত ঋণ হ্রাসের লক্ষ্যে চলতি অর্থ বছরে বিভাগওয়ারী নিম্নরূপ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হলো ঃ

(কোটি টাকায়)

ক্রঃ নং	বিভাগের নাম	২০২১-২০২২ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা		২০২১-২০২২ অর্থ বছরের অর্জন		২০২১-২০২২ অর্থ বছরের অর্জনের শতকরা হার (সংখ্যায়)	৩০-০৬-২০২২ ভিত্তিক মামলার অবস্থা		ডিসেম্বর/২০২২ ভিত্তিক আনুপাতিক লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০২৩ ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা	
		সংখ্যা	পরিমাণ	সংখ্যা	পরিমাণ	সংখ্যা	সংখ্যা	পরিমাণ	সংখ্যা	পরিমাণ	সংখ্যা	পরিমাণ
০১	ঢাকা	৯০	২১২.৩১	১৮	০.৭৯	২৬	২৮৭	১১৩০.৩৫	৪৩	১৬৯.৫৫	৮৬	৩৩৯.১১
০২	চট্টগ্রাম	৪৩	১৬৩.৪৪	৯	১৭.৫১	৭	১৩৮	৫৪১.৫৮	২০	৮১.২৩	৪১	১৬২.৪৭
০৩	খুলনা	৭৫	৩০.৮৬	২৬	৪.৫৭	২৫	২৩৫	৯৯.৩২	৩৫	১৪.৯০	৭০	২৯.৮০
০৪	কুষ্টিয়া	২২	৩.২৬	২৫	১.৪১	১৮	৪৯	৯.৮৫	০৮	১.৪৮	১৫	২.৯৬
০৫	বরিশাল	৫৬	০.৮০	৩৪	০.০৭	৯২	১৫৩	২.৬৮	২৩	০.৪০	৪৬	০.৮০
০৬	সিলেট	১১	৩.৬৯	২	০.৭৯	৩৮	৩৭	১২.৯৭	০৫	১.৯৫	১১	৩.৮৯
০৭	ফরিদপুর	০৬	০.২৬	৩	০.১৭	৮৬	২২	২.০৬	০৩	০.৩১	০৭	০.৬২
০৮	কুমিল্লা	২২	১০.৪৬	৫	৬.৮২	১৪	৭০	২৮.০৭	১১	৪.২১	২১	৮.৪২
০৯	ময়মনসিংহ	২০	৪.১৮	১৯	১.৬০	৯২	৬১	১৪.৪০	০৯	২.১৬	১৮	৪.৩২
১০	এলপিও	১০	২৪.৪১	৫	২৪.৮৮	২৭	৩২	১৪৪.৭১	০৫	২১.৭১	১০	৪৩.৪১
মোট ঃ		৩৫৫	৪৫৩.৬৭	১৪৬	৫৮.৬১	৪১%	১০৮৪	১৯৮৫.৯৯	১৬২	২৯৭.৯০	৩২৫	৫৯৫.৮০

০২। উপরোক্ত অবস্থায় শ্রেণীকৃত ঋণ (NPL) হ্রাস তথা কাংখিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন মামলা নিস্পত্তি ব্যতিত কোনক্রমেই সম্ভব নয় বিধায় মামলা নিস্পত্তির লক্ষ্যে নিম্নোক্ত নির্দেশনা পরিপালনসহ প্রয়োজনীয় কর্মপরিকল্পনা গ্রহন করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে পরামর্শ দেয়া হলো ঃ

(ক) **<u>খেলাপী ঋণ/ শ্রেণীকৃত ঋণ আদায়ের লক্ষ্যে মামলা দায়ের ঃ</u>** খেলাপী / শ্রেণীকৃত ঋণের পাওনা আদায়ের সকল প্রচেষ্টা ব্যার্থ হলে অর্থঋণ আদালত আইন ২০০৩ এর ৪৬ ধারার বিধান মোতাবেক নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে দায়েরযোগ্য অর্থ ঋণ মামলা দায়েরের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে, যাতে খেলাপী/শ্রেণীকৃত ঋণসমূহ আদায় তরান্বিত/নিশ্চিত করা যায় এবং পাওনা দাবী তামাদিতে বারিত না হয়।

(খ) **<u>মামলা দায়ের করার পূর্বে ১২ ধারা মতে জামানতি সম্পত্তি বিক্রয়ের উদ্যোগ গ্রহনঃ</u>** ঋণ আদালত আইন - ২০০৩ এর আওতায় মামলা দায়েরের পূর্বে এই আইনের ১২ ধারা অনুযায়ী জামানতি সম্পত্তি বিক্রয়ের মাধ্যমে ঋণের টাকা আদায়/সমন্বয়ের ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে। ১২ ধারা অনুযায়ী নিলাম বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ব্যাংকের সমুদয় পাওনা পরিশোধে আগ্রহী এমন তিন বা ততোধিক বিডার সংগ্রহের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট শাখাকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। যথাযথ মূল্যে বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয়ের লক্ষ্যে প্রয়োজনে স্থানীয় ধনাঢ্য/গণ্যমান্য ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে নিলামে ডাককৃত সম্পত্তি ক্রয়ের জন্য তাদেরকে উৎসাহিত করা যেতে পারে।

(গ) **<u>মামলা তদারকী নিশ্চিত করনঃ</u>** মামলা তদারকির জন্য প্রত্যেক বিভাগ, মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক কার্যালয়/কর্পোরেট শাখায় একজন অভিজ্ঞ কর্মকর্তাকে নিয়োজিত করতে হবে। নিয়োজিত কর্মকর্তার মাধ্যমে অঞ্চল/শাখার সকল অর্থঋণ মামলার জোর তদারকির ব্যবস্থা গ্রহণসহ সকল মামলার তথ্য রেজিষ্টারে সংরক্ষণসহ নিয়মিতভাবে Data base সংশ্লিষ্ট পোর্টলে মামলার তথ্য হালনাগাদ (upload) করতে হবে। প্রতিটি মামলার ধার্য তারিখের ১৫ দিন পূর্বে নিয়ন্ত্রনকারী কার্যালয় হতে শাখাকে মামলার তারিখ সম্পর্কে তাগিদ প্রদানপূর্বক আগাম সতর্ক (Early alert) করতে হবে। মনিটরিং এর স্বার্থে মামলার কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তার নাম, পদবী ও মোবাইল নম্বর আগামী ৩০-০৮-২০২২ ইং তারিখের মধ্যে অত্র বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।

(ঘ) **<u>আইনজীবীর সাথে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করনঃ</u>** ব্যাংকের মামলাসমূহ দায়ের ও নিস্পত্তির লক্ষ্যে নিয়োজিত প্যানেল আইনজীবীদের সাথে মামলা পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয়ে আদালত এবং ব্যাংকের প্রচিলিত বিধি বিধান সম্পর্কিত সম্যক ধারনা/সচেতনতা বৃদ্ধিসহ দায়েরকৃত মামলা দ্রুত নিস্পত্তির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট আইনজীবীর সাথে ব্যাংকের মামলা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করবেন এবং মামলা দায়েরের পর আইনজীবীর সাথে মামলা পরিচালনায় তৎপর হবেন। অঞ্চল/বিভাগীয় পর্যায়ে ব্যাংকের মামলা সংশ্লিষ্ট আইনজীবীদের সাথে আবশ্যিকভাবে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে যৌথ আলোচনা সভার আয়োজন করতে হবে যাতে মামলার সর্বশেষ অবস্থা পর্যালোচনাসহ দ্রুত নিস্পত্তির লক্ষ্যে যথাযথ পদক্ষেপ/সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। আইনজীবীদের সাথে অনুষ্ঠিতব্য যৌথ সভায় প্রয়োজনে আইন বিভাগের প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করবেন।

16/E:\Law DEpartment\A. Sabur\circular file\Artha rin Adalat -2021.docx

(ঙ) **বিকল্প পদ্ধতিতে বিরোধ নিস্পত্তি (ADR) ঃ** অর্থ ঋণ আদালত আইন-২০০৩ এর অধীনে ব্যাংক কর্তৃক দায়েরকৃত মামলায় এই আইনের ২২-২৫ ধারা মোতাবেক মামলা বিচারাধীন থাকাকালে, ৩৮ ধারা মোতাবেক জারী মামলার পর্যায়ে, ৪৪ক ধারা মতে আপিল/রিভিশন মামলা বিচারাধীন থাকাকালে এবং ৪৫ ধারার বিধান মোতাবেক মধ্যস্থতার মাধ্যমে বিরোধ নিস্পত্তির উদ্যোগ গ্রহন করতে হবে। এ পদ্ধতি অনেক ক্ষেত্রে মামলার দীর্ঘসূত্রিতা নিরসন তথা দ্রুত মামলা নিস্পত্তিতে সহায়ক ভুমিকা পালন করবে।

(চ) **ডিক্রিকৃত টাকা যথাসময়ে আদায়ের উদ্যোগ গ্রহণঃ**

ডিক্রিকৃত অর্থ পরিশোধের জন্য আদালত কর্তৃক নির্দিষ্ট সময় প্রদান করা হয়। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ডিক্রির নির্দেশনা মোতাবেক অর্থ আদায় না হলে যথাসম্ভব দ্রুততার সাথে জারী মামলা দায়ের করতে অর্থাৎ ব্যাংক কর্তৃক ২৮ ধারার বিধান মতে ডিক্রির তারিখ থেকে ১ বছরের মধ্যে ডিক্রি জারী মামলা দায়ের করতে হবে, অন্যথায় মামলা তামাদি হয়ে যাবে, বিধায় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ডিক্রিকৃত টাকা আদায়/জারী মামলা দায়ের করতে হবে ব্যর্থতায় দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্টদের উপর বর্তাবে।

(ছ) **বহুল প্রচারিত জাতীয়/স্থানীয় পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণঃ**

জারী মামলা দায়েরের পর আদালত কর্তৃক বন্ধকী সম্পত্তি নিলামে বিক্রির জন্য ১৫ দিনের সময় দিয়ে আইন অনুযায়ী বহুল প্রচলিত একটি জাতীয় পত্রিকায় নিলাম বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তদুপরি ন্যায় বিচারের স্বার্থে একটি স্থানীয় পত্রিকায়ও নিলাম বিজ্ঞপ্তির প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে। এ ব্যাপারে জাতীয় পত্রিকায় নিলাম বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের জন্য জনসংযোগ ও প্রটোকল বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে। এভাবে নিলাম বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পরও যদি ক্রেতা পাওয়া না যায় তাহলে ব্যাংকের আইনজীবীর মাধ্যমে বন্ধকী সম্পত্তির বর্তমান বাজার মূল্য আদালতের ডিক্রি মোতাবেক প্রাপ্য অর্থের চেয়ে কম হলে ৩৩(৫) ধারায় বন্ধকী সম্পত্তির ভোগ দখল ও বিক্রির অধিকারের সনদ গ্রহণের আবেদন করতে হবে। এ পর্যায়ে ৩৩(৫) ধারায় ন্যস্ত সম্পত্তি বিক্রি না হলে সম্পত্তির নির্ধারিত মূল্য/সাব-রেজিষ্ট্রি অফিসে রক্ষিত মূল্য তালিকা/বর্তমান বাজার মূল্য থেকে ন্যস্ত সম্পত্তির মূল্য বাদ দিয়ে সময়মত ২য় জারী মামলা দায়ের করতে হবে।

(জ) **বন্ধকী সম্পত্তি ভোগ দখল ও বিক্রয়ের অধিকার ঃ** ডিক্রীর দাবী আদায়ের উদ্দেশ্যে ন্যস্তকৃত বন্ধকী সম্পত্তি মাননীয় আদালত কর্তৃক ডিক্রীদারের অনুকুলে অর্থ ঋণ আদালত আইন - ২০০৩ এর ৩৩(৫) ধারা মোতাবেক ভোগদখলের অধিকারসহ নিজ উদ্যোগে বিক্রি করার অধিকার দেয়া হয়ে থাকে। এহেন অবস্থায় শাখা ব্যবস্থাপককে ৩৩(১),(২),(৩) ও (৪) উপ- ধারা অনুসরন পূর্বক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিলাম বিক্রির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বিক্রয়লব্ধ অর্থ ব্যাংকের হালনাগাদ পাওনার চেয়ে বেশী হলে অতিরিক্ত অর্থ দায়িককে ফেরত দিতে হবে আর কম হলে বাকী পাওনার জন্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঋণ গ্রহীতা ও সংশ্লিষ্টদের অন্যান্য সম্পত্তির তফসিল অর্ন্তভুক্ত করে ২৮ ধারায় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দ্বিতীয় জারী মামলা দায়ের করতে হবে। এ পদ্ধতি অনুসরন করা হলে খেলাপী ঋণের টাকা দ্রত আদায় করা সম্ভব হবে।

(ঝ) **বন্ধকী সম্পত্তির মালিকানা স্বত্বের সনদ গ্রহণঃ** ৩৩(৫) ধারায় সনদ প্রাপ্তির পর নিলাম বিক্রয় সম্ভব না হলে একই আইনের ৩৩(৭) ধারা মোতাবেক আদালত হতে বন্ধকী সম্পত্তির মালিকানা স্বত্বের সনদ প্রাপ্তির প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহন করতে হবে। ৩৩(৭) ধারায় মালিকানা স্বত্ব পাওয়ার পর বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত ২০-০৯-২০২১ ইং তারিখের বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং ২২ সহ প্রচলিত নীতিমালা অনুসরন পূর্বক দ্রুততম সময়ের মধ্যে এরূপ সম্পদ ব্যাংকের নামে রেজিষ্ট্রেশন ও মিউটেশন করে দখলী স্বত্ব (Physical possession) নিশ্চিতকরণসহ প্রয়োজনীয় আইনী প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতঃ ঋণগ্রহীতার ঋণ সমন্বয়পূর্বক প্রাপ্ত সম্পদ ব্যাংকের হিসেবে Non-banking Asset হিসেবে অন্তঃর্ভূক্ত করতে হবে। ৩৩(৭) ধারায় প্রাপ্ত অর্থ ঋণের স্থিতি অপেক্ষা বেশী হলে তা ঋণ গ্রহীতাকে ফেরত দিতে হবে না। এতে মামলায় জড়িত বিপুল অংকের শ্রেণীকৃত ঋণ হ্রাস পাবে। উল্লেখ্য, অর্থঋণ আদালত কর্তৃক ৩৩(৭) ধারায় প্রাপ্ত সম্পত্তি Non-banking Asset হিসেবে অন্তঃর্ভূক্ত করণের লক্ষ্যে উক্ত সনদের একটি কপি বিস্তারিত তথ্যসহ এস্টেট এন্ড ইনজিনিয়ারিং বিভাগে প্রেরন নিশ্চিত করতে হবে।

(ঞ) **অবলোপনকৃত ঋণ আদায় ঃ** ব্যাংকের প্রচলিত নীতিমালা অনুযায়ী অবলোপনকৃত ঋণ আদায় হলে তা সরাসরি আয় খাতে অন্তর্ভূক্ত হয় এবং সাধারনত অবলোপনকৃত ঋণের বিপরীতে মামলা অনিস্পন্ন রয়েছে। সুতরাং মামলা নিস্পত্তির মাধ্যমে অবলোপনকৃত ঋণ অধিক পরিমাণে আদায় করে ব্যাংকের আয় বৃদ্ধি নিশ্চিত করনসহ মামলা হ্রাস করতে হবে। ৩০-০৬-২০২৩ খ্রিঃ ভিত্তিক অনাদায়ী অবলোপনকৃত ঋণ স্থিতির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে অঞ্চল পর্যায়ে Debt Collection Unit এ নিয়মিত মাসিক সভায় পর্যালোচনা করে পরবর্তী করনীয় সর্ম্পকে নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।

(ট) **মামলা নিস্পত্তিকরন ঃ** মামলাধীন সম্পূর্ন টাকা আদায়ের মাধ্যমে যে সকল ঋণ হিসাব ইতোমধ্যে বন্ধ করা হয়েছে সে সকল ঋণ হিসাবের বিপরীতে যদি কোন মামলা অনিস্পন্ন থাকে, সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আদালতকে অবহিত করে মামলাসমূহ দ্রুত নিস্পত্তি পূর্বক হালনাগাদ তথ্য পোর্টালে আপলোড করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।

০৪। এমতাবস্থায়, ডিসেম্বর, ২০২২ এবং জুন, ২০২৩ ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের নিমিত্তে উপরোল্লেখিত নির্দেশনাসমূহ পরিপালনসহ যথাযথ কর্মপরিকল্পনা গ্রহন পূর্বক অর্থ ঋণ আদালত এবং অন্যান্য আদালতে বিচারাধীন মামলাসমূহ দ্রুত নিস্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণের পরামর্শ প্রদান করা হলো। খেলাপী ঋণ আদায়ের লক্ষ্যে অর্থঋণ আদলত আইনের ৪৬ ধারার বিধান মোতাবেক নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে দায়ের যোগ্য মামলা দায়ের এবং বিচারাধীন মামলাসমূহ দ্রুত নিস্পত্তির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জোর প্রচেষ্টা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হলো।

অনুমোদনক্রমে-

আপনার বিশ্বস্ত,

(চানু গোপাল ঘোষ)
উপব্যবস্থাপনা পরিচালক-১
তারিখঃ ২৫-০৮-২০২২খ্রিঃ

নং প্রকা/আইন-৭৯৫(অংশ-৫)/২০২২-২০২৩/ ২৮৬

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো ঃ

০১। স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি, প্রকা,ঢাকা।
০২। স্টাফ অফিসার, সকল উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের দপ্তর, বিকেবি, প্রকা, ঢাকা।
০৩। স্টাফ অফিসার,সকল মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের দপ্তর, বিকেবি, প্রকা,ঢাকা।
০৪। উপ-মহাব্যবস্থাপক, আইসিটি অপারেশন বিভাগ, বিকেবি, প্রকা, ঢাকা কে মুল পত্রটি বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের ওয়েব সাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।
০৫। সকল উপ-মহাব্যবস্থাপক/বিভাগীয় প্রধান/সচিব, বিকেবি, প্রকা, ঢাকা।
০৬। সকল বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৭। সকল আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা, আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৮। সকল শাখা ব্যবস্থাপক (মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকের মাধ্যমে), বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৯। নথি/ মহানথি।

আপনার বিশ্বস্ত,
২৫/০৮/২০২২

(মোহাঃ গোলাম মাহবুব)
উপমহাব্যবস্থাপক